এক কথায় প্রকাশ

অনুকরণ করার ইচ্ছা – অনুচিকীর্ষা ।

অরিকে দমন করে যে – অরিন্দম ।

অপূর্ব সৃষ্টিশীল ক্ষমতা – প্রতিভা ।

অতি নিকৃষ্ট নর - নরাধম ।

অশ্রুর দ্বারা সিক্ত— অশ্রুসিক্ত ।

অনুমান দ্বারা জ্ঞাত— অনুমিত ।

অতি শীতও নয় অতি গ্রীষ্মও নয় – নাতিশীতোষ্ণ।

অনুসন্ধানের ইচ্ছা --অনুসন্ধিৎসা ।

অতিক্রম করা যায় না যা – অনতিক্রম্য।

অন্য কোনো গতি নেই যার – অনন্যগতি।

অন্য উপায় নেই যার – অনন্যোপায় ।

অন্য গতি নেই যার – অগত্যা ।

অনুকরণের যোগ্য – অনুকার্য, অনুকরণীয়।

অন্য দিকে মন যার – অন্যমনা, অন্যমনস্ক।

অণুকে দেখা যায় যার দ্বারা – অণুবীক্ষণ ।

অনায়াসে লাভ করা যায় যা – অনায়াসলভ্য ।

অক্ষির সম্মুখে – প্রত্যক্ষ ।

অক্ষির অগোচরে – পরোক্ষ ।

অবশ্যই যা হবে – অবশ্যম্ভাবী।

অকস্মাৎ ধৃত -- কাকতালীয়।

অতিকষ্টে যা নিবারণ করা যায় – দুর্নিবার।

অবিবাহিত ব্যক্তি - অকৃতদার, অনূঢ়।

অনেকের ভেতর এক – অন্যতম ।

অন্যের শ্রী বা উন্নতি দেখলে যে কাতর হয় -- পরশ্রীকাতর।

অশ্বে আরোহণ করে যে সৈনিক – অশ্বারোহী।

অনেক কষ্টে লাভ করা যায় যা – দুর্লভ।

অল্পকাল স্থায়ী যে প্রভা – ক্ষণপ্রভা ।

আরাধনার যোগ্য— আরাধ্য।

আকাশে গমন করে যে— - বিহঙ্গ ।

আপনার বর্ণ লুকায় যে— বর্ণচোরা।

আগে সংবাদ দেয় যে – অগ্রদূত।

আশাকে অতিক্রম করে – আশাতীত।

আজীবন অবিবাহিত আছে যে – চিরকুমার।

আঘাতের বিপরীত – প্রত্যাঘাত, প্রতিঘাত

আহ্বান ছাড়া আগত - অনাহূত।

আয় অনুসারে যে ব্যয় করে – মিতব্যয়ী।

সর্বদা ব্যবহারের উপযুক্ত - আটপৌরে।

আচারে যার নিষ্ঠা আছে – আচারনিষ্ঠ

আজ্ঞা যে বহন করে – আজ্ঞাবহ ।

আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে পরিধেয় – ছদ্মবেশ।

আহ্বান করা হয়েছে যাকে – আহূত।

আয়নায় দেখা মূর্তি – প্রতিবিম্ব ।

ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি— ইতিহাসবেত্তা।

ইহার তুল্য— ইদৃশ।

ইহলোকের পরবর্তী লোক — পরলোক।

ঈষৎ রুগ্‌ণ— রোগাটে ।

ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার- আঁশটে।

উদিত হচ্ছে যা- উদীয়মান

উপায় নেই যার – নিরুপায় ।

উপকার করার ইচ্ছা – উপচিকীর্ষা

উপকারীর অপকার করে যে – কৃতঘ্ন।

Iqb@I's Target Govt. Job Online Exam & Suggestion

উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে - অকৃতজ্ঞ।

উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে – কৃতজ্ঞ।

উদ্ভিদের নতুন পাতা – কিশলয়।

ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা – অবতরণ।

ঋষির দ্বারা— আর্য।

ঋণ আছে যার— ঋণী।

একবার শুনলে যার মনে থাকে – শ্রুতিধর।

একই গুরুর শিষ্য— সতীর্থ।

এ পর্যন্ত শত্রু জন্মেনি যার— অজাতশত্রু।

একই কালে বর্তমান— সমকালীন ।

একসঙ্গে যারা যাত্রা করে – সহযাত্রী।

এক বিষয়ে যার চিত্ত নিবিষ্ট – একাগ্রচিত্ত।

একই মায়ের সন্তান -- সহোদর।

কূলের সমীপে -- উপকূল

কর দান করে যে- করদ।

কষ্টে লাভ করা যায় যা – দুর্লভ।

কার্য যার সফল হয়েছে – কৃতকার্য ।

কিছুতেই ছাড়ে না যে – নাছোড়বান্দা।

কষ্টে নিবারণ করা যায় যা – দুর্নিবার।

কোনো কিছুতেই ভয় নেই যার – অকুতোভয় ।

কী কর্তব্য যে বুঝতে পারে না – কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কূপের ব্যাঙের মতো স্থূলবুদ্ধি যার – কূপমণ্ডুক।

কর্মের তত্ত্বাবধান করেন যিনি – কর্মকর্তা।

কোনো বিষয়ে শ্রদ্ধা হারিয়েছে যে -- বীতশ্রদ্ধ।

কল্পনার দ্বারা রচিত মূর্তি – ভাবমূর্তি ।

কথা দিয়ে যিনি কথা রাখেন – বাক্‌নিষ্ঠ।

ক্ষমার যোগ্য— ক্ষমার্হ।

খেয়া পার করে যে— পাটনি ।

খ্যাতি আছে যার— খ্যাতিমান ।

খুব কাছে অবস্থিত – সন্নিকট।

ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বিস্তার – অনুরণন।

গোলাপের মতো রং যার— গোলাপি

গভীর রাত্রি— নিশীথ ।

গোপন করার যোগ্য – গোপনীয় ।

গমন করতে পারে যে - জঙ্গম।

ঘুমিয়ে আছে যে - সুপ্ত।

ঘরের অভাব- হাঘরে।

ঘুমের জন্য কাতর - ঘুমকাতুরে।

ঘটনার বিবরণ দান -- প্রতিবেদন

চিরকাল ধরে যা চলছে – চিরন্তন।

চোখে দেখা যায় যা – প্রত্যক্ষ।

চোখের দ্বারা দৃষ্ট – চাক্ষুষ।

চোখের নিমেষ না ফেলে – অনিমেষ।

জায়া ও পতি— দম্পতি।

জানতে আগ্রহী— কৌতূহলী।

জানার ইচ্ছা – জিজ্ঞাসা।

জন্ম থেকে অন্ধ – জন্মান্ধ

জেনেও যে পাপ করে – জ্ঞানপাপী

জনবিরল বিশাল প্রান্তর -- তেপান্তর ।

জাদু দেখায় যে – জাদুকর।

জ্ঞানের সঙ্গে বিদ্যমান – সজ্ঞান।

জীবিত থেকেও মৃত যে – জীবস্মৃত

জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন যিনি – জ্যোতিষী।

জন্ম থেকে আরম্ভ করে – আজন্ম ।

Iqb@l's
Target Govt. Job
Online Exam &
Suggestion

ডাক আনা নেওয়া করে যে – ডাকহরকরা।

তীর ছোড়ে যে— তীরন্দাজ ।

তিনটি ফলের সমাহার— ত্রিফলা।

তিন নয়ন / লোচন যার - ত্রিনয়ন, ত্রিলোচন।

তুষের আগুনের মতো মর্মদাহী - তুষানল ।

তল স্পর্শ করা যায় না যার – অতলস্পর্শী

দারুণ মানসিক দুঃখ - অন্তর্দাহ।

দমন করা যায় না যাকে – অদম্য।

দ্বিতীয় সত্তা বা জোড়া নেই যার - অদ্বিতীয়।

দেহে মনে ও কথায় - কায়মনোবাক্যে ।

দর্শনশাস্ত্র জানেন যিনি – দার্শনিক।

দেশের প্রতি প্রেম আছে যার – দেশপ্রেমিক ।

দুগ্ধ ফেনার মতো শুভ্র – দুগ্ধফেননিভ।

দৈনন্দিন জীবনের লিখিত বিবরণ - রোজনামচা।

দু'হাতে সমান কাজ করতে পারেন যিনি – সব্যসাচী।

দৃষ্টির অগোচরে – অদৃশ্য।

দুবার জন্মে যে— দ্বিজ ।

দেশকে যিনি ভালোবাসেন— দেশপ্রেমিক।

দমন করা যায় না যাকে – দুর্দমনীয়।

ভবিষ্যৎ দেখে না যে – অদূরদর্শী।

দাড়ি জন্মায় না যার – অজাতশ্মশ্রু।

দার পরিগ্রহ করেনি যে – অকৃতদার।

দিবসের শেষভাগ – অপরাহ্ণ।

দেখার ইচ্ছা – দিক্ষা

দিবসের মধ্যভাগ - মধ্যাহ্ন।

দিনের আলো ও রাতের আঁধারের সন্ধিক্ষণ –
গোধূলি ।

ধনুকের শব্দ— টঙ্কার।

ধর্ম রক্ষার জন্য স্থাপিত ঘট – ধর্মঘট

নদী মাতা যার— - নদীমাতৃক ।

নিশাকালে চরে যে— নিশাচর।

নিজেকে সামলাতে পারে না যে – অসংযমী।

নিবারণ করা যায় না - অনিবার্য ।

নিয়ত বা সহজে কাঁদে যে - ছিঁচকাঁদুনে।

নিন্দা করার ইচ্ছা – জুগুপ্সা।

নিজেকে হীন মনে করা – হীনম্মন্যতা।

প্রিয় বাক্য বলে যে নারী – প্রিয়ংবদা ।

প্রয়োগ করা যায় যা প্রযোজ্য।

প্রবীণ বা প্রাচীন নয় – অর্বাচীন ।

প্রতিকার করার ইচ্ছা – প্রতিচিকীর্ষা।

পত্নীর সাথে বর্তমান – সপত্নীক । -

প্রথমে পথ দেখান যিনি – পৃথিকৃৎ।

পূর্বে যা শোনা যায়নি – অশ্রুতপূর্ব।

পূর্বে যা ঘটেনি – অভূতপূর্ব।

পরিমাণ করা যায় না যা – অপরিমেয়।

প্রিয় কাজ করতে ইচ্ছা – প্রিয়চিকীর্ষা। 1

পরিণাম চিন্তা করে যে কাজ করে – পরিণামদর্শী।

পূর্বে ছিল, এখন নেই – ভূতপূর্ব।

ফুল থেকে জাত— ফুলেল ।

ফল পাকার পর যে উদ্ভিদ মরে যায় - ওষধি

বেলাভূমিকে অতিক্রম – উদ্‌বেল ।

বরণ করার যোগ্য – বরণীয়।

বলা হয়নি যা— অনুক্ত ।

বিসংবাদ নেই যাতে – অবিসংবাদিত ।

Iqb@l's Target Govt. Job Online Exam & Suggestion

বর্ণনা করা যায় না যা – অবর্ণনীয় ।

বাল্যে প্রৌঢ়তুল্য আচরণকারী – ইঁচড়ে-পাকা ।

বস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে যে – উদ্বাস্তু।

ব্যাকরণ জানেন যিনি – বৈয়াকরণ ।

বিজয় লাভ করার বাসনা – বিজিগীষা।

ভয় নাই যার— নির্ভীক।

ভস্মে পরিণত হয়েছে যা – ভস্মীভূত ।

ভেতর থেকে গোপনে ক্ষতিসাধন – অন্তর্ঘাত

ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে যে – দূরদর্শী।

ভালো বোঝা যায় না যা –

মৃত্যুকাল পর্যন্ত— আমৃত্যু।

মৃত্তিকা দিয়ে নির্মিত— মৃন্ময় ।

মমতা নেই যার— নির্মম।

মিত্রের ভাব – মৈত্রী।

ময়ূরের কণ্ঠের রং যার – ময়ূরকণ্ঠী।

মর্মকে ভেদকারী – মর্মভেদী।

মন হরণ করে যা - মনোহর।

মুগ্ধ করে যে নারী – মোহিনী।

যে নিন্দার যোগ্য নয় -অনিন্দ্য

যার কিছু নেই— অকিঞ্চন , নিস্ব, হৃতসর্বস্ব ।

যা বিনষ্ট হয় না – অবিনশ্বর।

যা লঙ্ঘন করা যায় না - অলঙ্ঘনীয়।

যে নারী অন্যের নিন্দা করে না - অনসূয়া।

যে গাছ ফল পাকলে মরে যায় – ওষধি।

যে বিষয়ে ভিন্ন মত নেই – অবিসংবাদিত ।

যে ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত – ক্ষুৎপীড়িত।

যে বন হিংস্র জীবজন্তুতে পূর্ণ – শ্বাপদসংকুল।

যে মেয়ের বিয়ে হয়নি – অনূঢ়া, অবিবাহিতা ।

যে ভূমি উর্বর নয় – অনুর্বর।

যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে – নবোঢ়া ।

যা লঙ্ঘন করা উচিত নয় – অলঙ্ঘনীয় ।

যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি – অদৃষ্টপূর্ব ।

যার কুল ও শীল জানা নেই – অজ্ঞাতকুলশীল।

যাতে আঘাত লাগেনি – অনাহত।

যা সহজে পাওয়া যায় না – দুষ্প্রাপ্য।

যা হৃদয় বিদীর্ণ করে – হৃদয়বিদারক।

যিনি বিদ্যালাভ করেছেন – কৃতবিদ্য।

যার পত্নী বিয়োগ হয়েছে - বিপত্নীক

যে কেবল আপনার স্বার্থ দেখে – স্বার্থপর।

যিনি কষ্ট সহ্য করতে পারেন – কষ্টসহিষ্ণু।

যে জমির উৎপাদিকা শক্তি আছে – উর্বর।

যাকে কোনোভাবে নিবারণ করা যায় না – অনিবার্য।

যে রমণী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল – অন্যপূর্বা।

যিনি সকল কিছু জানেন – সর্বজ্ঞ।

যার অন্য গতি নেই – অনন্যগতি ।

যার জিহ্বা লকলক করে - লেলিহান ।

যে সব হারিয়েছে – সর্বহারা।

যে সমস্তই সহ্য করে – সর্বংসহা।

যার মরণাপন্ন অবস্থা – মুমূর্ষু ।

যার নাম কেউ জানে না – অজ্ঞাতনামা ।

যা সহজে করা যায় না – দুষ্কর।

যা সহজে দমন করা যায় না – দুর্দম।

যা সহ্য করা যায় না – দুর্বিষহ।

যাকে শাসন করা দুঃসাধ্য - দুঃশাসন ।

Iqb@l's
Target Govt. Job
Online Exam
&
Suggestion

যা অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল নয় – নাতিশীতোষ্ণ।

যার এখনো বালকত্ব কাটেনি – নাবালক।

যার দাবিদার নেই – বেওয়ারিশ।

যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়।

যিনি বক্তৃতা দিতে পটু – বাগ্মী। যে নিশিকালে চরে বেড়ায় – নিশাচর

রেশম দিয়ে নির্মিত— রেশমি।

রুপার মতো— রুপালি ।

শ্রদ্ধার যোগ্য— শ্রদ্ধেয়।

শৃঙ্খলা মানে না যে – উচ্ছৃঙ্খল ।

শিক্ষা গ্রহণ করছে যে – শিক্ষানবিশ।

শোনামাত্র যার মুখস্থ হয় – শ্রুতিধর।

ষোল বছর বয়স্কা – ষোড়শী।

সব জানে যে— সবজান্তা।

সহজেই ভাঙে যা— ভঙ্গুর।

সংসারের প্রতি বিরাগ – নির্বেদ।

সর্বজন সম্বন্ধীয় – সর্বজনীন।

সু (শোভন) হৃদয় যাঁর – সুহৃদ

নিবিড় অরণ্য – কান্তার ।

ঋণ দেয় যে – উত্তমর্ণ ।

একই গুরুর শিষ্য – সতীর্থ ।

কূলের বিপরীত – প্রতিকূল ।

ক্ষমা করার ইচ্ছা – তিতিক্ষা ।

ক্ষমার যোগ্য – ক্ষমার্হ ।

জয় করার ইচ্ছা – জিগীষা ।

ঈষৎ নীলাভ – আনীল

আজন্ম শত্রু – জাত শত্রু ।

আকাশ ও পৃথিবী – ক্রন্দসী ।

একই সময়ে – যুগপৎ ।

গ্রহণ করার ইচ্ছা – জিঘৃক্ষা ।

খুব দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ ।

জানতে ইচ্ছুক – জিজ্ঞাসু ।

দেখার ইচ্ছা – দিদৃক্ষা ।

নুপুরের ধ্বনি – নিক্কন ।

পাখির ডাক – কূজন ।

নিন্দা করার ইচ্ছা – জুগুপ্সা ।

বহু দেখেছে যে – ভূয়োদর্শী ।

ময়ূরের ডাক – কেকা ।

লা লাফিয়ে চলে – প্লবগ ।

ভোজন করবার ইচ্ছা – বুভুক্ষা ।

বাঘের চামড়া – কৃত্তি ।

নারী সম্পর্কিতঃ—

যে নারী প্রিয় কথা বলে = প্রিয়ংবদা।

যে নারী প্রিয় বাক্য বলে = প্রিয়ভাষী।

যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয় = স্বয়ংবরা।

যে নারী (মেয়ের) বিয়ে হয়নি = কুমারী।

Iqb@l's
Target Govt. Job
Online Exam &
Suggestion

যে নারীর বিয়ে হয় না = অনূঢ়া।

যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে = নবোঢ়া।

যে নারীর কোন সন্তান হয় না = বন্ধ্যা।

যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে = কাকবন্ধ্যা।

যে নারীর সন্তান বাঁচে না = মৃতবৎসা।

যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত = অবীরা।

যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে = বীরপ্রসূ।

যে নারী বীর = বীরাঙ্গনা।

যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল = অন্য পূর্বা।

যে নারী অন্য কারও প্রতি আসক্ত হয়না = অনন্যা।

নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই = অনসূয়া।

যে নারীর হাসি সুন্দর = সুস্মিতা।

যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত = শুচিস্মিতা।

যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে = প্রোষিতভর্তৃকা

পুরুষ সম্পর্কিতঃ-

যে পুরুষ বিয়ে করেনি- অকৃতদার

যে পুরুষ বিয়ে করেছে- কৃতদার

যে পুরুষের দাড়ি- গোঁফ গজায়নি- অজাতশ্মশ্রু

পুরুষের উদ্দাম নৃত্য- তাণ্ডব

যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে- প্রোষিতপত্নীক

স্ত্রীর বশীভূত- স্ত্রৈণ

যে পুরুষের চেহারা সুন্দর – সুদর্শন

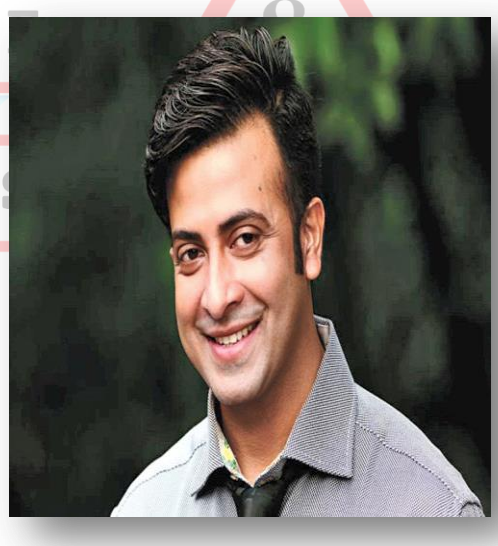

Iqb@l's
Target Govt. Job